প্রথম আলো

তারিখ 21 MAY 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

# আরও এগোতে চান পলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঝিনাইদহ ●

হামাগুড়ি দিয়ে আড়াই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে স্কুলে যেতেন শারীরিক প্রতিবন্ধী পলি খাতুন। *প্রথম আলোয়* সংবাদ প্রকাশের পর পান হুইলচেয়ার। এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন পলি। পাসও করেছেন।

পরিবার, প্রতিবেশী ও শিক্ষকদের মতে, শারীরিক শক্তি না থাকলেও মনের শক্তিতে তিনি এ পর্যন্ত যেতে সক্ষম হয়েছেন। পলি বাড়ির কাছে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চান। তিনি জানান, এবার পরীক্ষার সময় অবরোধ চলায় মাঝে অনেক ছুটি গেছে। যে কারণে পরীক্ষার প্রস্তুতি ভালো হয়নি। তাই আশানুরূপ ফল করতে পারেননি। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল হবে বলে তাঁর আশা।

শারীরিক প্রতিবন্ধী পলি খাতুন

পলি খাতুন ঝিনাইদহ সদর উপজেলার লাউদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। আড়াই কিলোমিটার দূরের রতনহাট গ্রামের মৃত বদর উদ্দিনের মেয়ে পলি। প্রায় ১৬ বছর আগে তাঁর বাবা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁরা তিন ভাইবোন। বড় বোন কাজলীর বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে সম্মান শ্রেণিতে পড়ছেন। শারীরিক কারণে প্রথম দিকে স্কুলে যেতেন না পলি। অন্য সবার পড়ালেখা করতে দেখে তাঁর পড়ার প্রতি খুব ইচ্ছা হয়। মা রোকেয়া খাতুন আর্থিক অনটনের কথা চিন্তা করে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করাতে চাননি। পরে পলির পীড়াপীড়িতে লাউদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। সেই থেকে পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে স্কুলে যেতেন পলি খাতুন।

২০০৯ সালের ২৬ এপ্রিল *প্রথম আলোয়* পলির এই সংগ্রাম নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়। পলি তখন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। এই সংবাদ পড়ে অনেকেই পলির সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। পলিকে দুটি হুইলচেয়ার, দুটি ভ্যানগাড়ি ও নগদ এক লাখ টাকা দেন। এ ছাড়া পড়ালেখার খরচ হিসেবে বেশ কয়েকজন মাসিক টাকা পাঠান।

পলি জানান, সবার সহযোগিতায় পড়ালেখা করে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। সি গ্রেডে পাস করেছেন। যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কয়েকজনকে খবরটা জানিয়ে দিয়েছেন। পলি জানান, তাঁর স্কুল থেকে নয়জন পরীক্ষা দিয়ে পাঁচজন পাস করেছে।

মা রোকেয়া খাতুন জানান, এই শরীর নিয়ে পলি স্কুলে যেতে পারবে—এটাই কখনো তিনি ভাবেননি। সেই মেয়ে এসএসসি পাস করল। মেয়ের ফল শুনে তিনি খুবই আনন্দিত।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন জানান, চেষ্টা আর *প্রথম আলোর* মাধ্যমে হৃদয়বানদের সহযোগিতা পলিকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। এ সহযোগিতা না পেলে হয়তো পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যেত।